রমযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব
মুফতি ও মুহাদ্দিস:
শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা
সভাপতি, ১৯ নং পূর্ব চরমটুয়া ইউনিয়ন ওলামা পরিষদ

শব্দ বিন্যাস ,অঙ্গসজ্জা ও কম্পোজ
আতাউর রহমান কক্সবাজারী

গ্রন্থস্বত্ত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঈসায়ী/ ১৫ ই শা'বান-১৪৪৬হি.

শুভেচ্ছ মূল্য: ৩০ টাকা

পরিবেশনায়
১৯ নং পূর্ব চরমটুয়া ইউনিয়ন ওলামা পরিষদ

দোয়া ও অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাসআলা-মাসায়েল মানব জীবনের একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ। মহান রব ঘোষণা করেছেন–"আমি জ্বিন ও মানব সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদাতের জন্য"। আর কোনটি ইবাদাত, কী তার রূপরেখা, কী তার আদায় পন্থা এ সব বিষয় জানাকে বলা হয় মাসআলা-মাসায়েল। যারা সরাসরি কুরআন-হাদিসের মূল নুসুসের উপর ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের জন্য মুজাতাহিদ ইমামগণের অনুসৃত পথ-পন্থা-ই একমাত্র পাথেয় ও অনুকরণীয়।

পুরো বিশ্ব আজ চতুর্মুখী আগ্রাসনের শিকার। পশ্চিমা অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব এবং নৈতিকতার চরম অবক্ষয় যেমন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে গেছে, তেমনি ইসলামের নামে বহু ফিরাক ও গোষ্ঠী ইসলামের মৌলিক বিধানে মনগড়া ও ভ্রান্ত ব্যখ্যা দিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ধ্বংসে আধাজল খেয়ে নেমেছে। এমন পরিস্থিতিতে উম্মাহর সাথে তাঁর রবের সান্নিধ্য অর্জনের মেলবন্ধনকে মজবুত ও দৃঢ় করার জন্য কলুষমুক্ত ঈমান ও পরিশুদ্ধ ইবাদাতের কোনো বিকল্প নেই। আর প্রকৃত ও পর্যাপ্ত সঠিক জ্ঞান ছাড়া পরিশুদ্ধ ইবাদাত সম্ভবও নয়।

এ প্রত্যশাকে সামনে নিয়ে শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের সম্মানিত মুফতি ও মুহাদ্দিস **মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব** সাহেব মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আমালকে পরিশুদ্ধ করার নিমিত্তে পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে সর্বস্তরের তাওহীদী জনতার হাতে রমযানের ফাযায়েল ও মাসায়েলগুলোকে **"রমযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল"** নামে মলাটবদ্ধ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ছোট পরিসরে সুন্দর একটি খেদমত হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি এটা সর্বসাধারণের জন্য খুবই উপকারী ও পাথেয় হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা সংকলকের এ প্রয়াসকে কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মুফতি শরীফ মালিক

মুফতি ও মুহাদ্দিস: শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা

উপহার

স্নেহের/শ্রদ্ধেয়ঃ ....

ঠিকানাঃ ....

তারিখঃ ....

উৎসর্গ

ওই সকল মহামানব যাদের উছিলায়
দ্বীন ও দুনিয়ার আলো পেয়েছি
শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও শিক্ষকবৃন্দ
তাদের ইহকালীন সফলতা

ও পরকালীন মুক্তি

কামনায়...

সূচিপত্র

ভূমিকা ৮

প্রথম পাঠ

সিয়ামের অর্থ........ ১৪
সিয়াম কখন ফরয হয়েছিলো ? ১৪
সিয়ামের ফযীলত ১৫
সাহরী-ইফতারের ফযীলত........ ১৫
সিয়াম ফরয হওয়া ও চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে........ ১৬
এক. সিয়াম কার উপর ফরয ? ১৬
দুই: চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় কীভাবে? ১৬
রোযার নিয়ত প্রসঙ্গ ১৮
সাহ্‌রী ইফতার প্রসঙ্গে ১৯
যে সব কারণে সিয়াম নষ্ট হয় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় ২১
যে সব কারণে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ২৩
কাফফারার বিবরণ ২৫
যে সব কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় না ২৭
চোখ ও কানে ঔষুধ দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্লেষণ........ ২৮
রোযা অবস্থায় ইনহেলার (Inhaler) ব্যবহারের হুকুম ২৯
রোযাবস্থায় এনডোসকপি (Endoscopy) করা........ ২৯
টুথ পাউডার ও পেস্ট ব্যবহার- ২৯
রোযাবস্থায় অক্সিজেন (Oxizen) গ্রহণ করা ৩০
ইনসুলিন (Insulin) ৩০
স্যালাইন (Saline)........ ৩০
ঢুস (Douche) ৩১
এম. আর. (M.R) করা ৩১
যে সব কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় না, তবে মাকরুহ হয়........ ৩২
যে সব কাজ মুস্তাহাব........ ৩২

যাদের জন্য সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে....................................৩৩
ক. মুসাফির ৩৩
খ. গর্ভধারিণী ৩৪
গ. দুগ্ধবতী ৩৪
ঘ. অসুস্থ ব্যক্তি...৩৫
ঙ. অতি দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি...৩৫

দ্বিতীয় পাঠ

ফিদিয়া কি ৩৬

তৃতীয় পাঠ

ইতিকাফ...৩৮
ইতিকাফের ফযিলত ৩৮
ইতিকাফের প্রকারভেদ ৩৯
ইতিকাফের শর্ত সমূহ..৩৯
ইতিকাফ অবস্থায় করণীয়-বর্জনীয় ৪০
ইতিকাফের কাযা ৪৩

চতুর্থ পাঠ

সদকাতুল ফিতর ৪৫
সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ ৪৫
সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী...................................৪৬
কার পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা আবশ্যক..................................৪৬
স্ত্রীর ফিতরা কে আদায় করবে ? ৪৭
কারা ফিতরা গ্রহণ করতে পারবে এবং কারা গ্রহণ করতে পারবে না ৪৭
সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় ৪৭
রমযানের পূর্বে ফিতরা আদায় করা যাবে কি না ? ৪৮
ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পর তা মাফ হয় না..................................৪৮
প্রবাসীদের ফিতরা আদায় করার নিয়ম ৪৮
ফিতরা আদায় করার মুস্তাহাব সময় ৪৮

ভূমিকা

বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস রমযান। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ স. রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের এ মাস প্রাপ্তির আশায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজেও দোয়া করতেন।

সেই কাঙ্খিত মাসটি শাবানের শেষে আকাশের ঈষাণ কোণে চাঁদ উঠার সাথে সাথে সূচনা হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে। ইতোপূর্বে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন সিয়াম ফরয করা হয়েছিলো"। (আল বাকারা : ১৮৩)

রোযা এমন ইবাদাত যা অতীতের সব ধর্মেই ফরয ছিলো। যথা: ইহুদী, খৃষ্ট ও ইবরাহিমী ইত্যাদি ধর্মে সিয়াম সাধনা ফরয ছিলো। সিয়াম হচ্ছে, মানবজাতির কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষকে পানাহার থেকে বিরত রাখা। মানুষ সিয়াম অবস্থায় স্বাভাবিক সব কাজ করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর সিয়াম সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।

ইমাম গাযালী রহ. সিয়ামের তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দুটি দিক দান করেছেন। **এক.** তার দেহ বা শরীর, এই দিক থেকে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতোই। এ কারণে তাকে খাওয়া দাওয়া করতে হয়। যৌন চাহিদা পূরণ করতে হয়। সে রাগ করে, গর্ব-অহংকার করে, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় । এগুলো দেহের চাহিদা এসব গুণ জন্তুর মধ্যেও সমানভাবে বিদ্যমান।

কিন্তু মানুষের মধ্যে আরেকটি দিক রয়েছে, তার নাম রূহ বা আত্মা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তারা আপনাকে রূহ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলুন, রূহ আমার প্রভুর নিদর্শন।" (ইসরা-৮৫)

মানুষকে পুরো সৃষ্টিজগত থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে রূহ নামে এ বিশেষ জিনিসটি দান করেছেন।

মানুষ যদি এই রূহের চাহিদা এবং তার বৈশিষ্ট অর্জন করতে পারে, তখন সে মর্যাদার দিক দিয়ে ফেরেশ্তাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। আর দেহের চাহিদা পূরণে মানুষ যদি ব্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে প্রাণী-জগতের সমকক্ষে পৌঁছে যায়।

যুগে যুগে নবী-রাসুলগণের সিয়াম সাধনা

ক. মানব ইতিহাসে প্রথম সিয়াম : তাফসীরের বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যখন জান্নাতে আদম আ. কে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে এক প্রকারের সিয়াম সাধনার আদেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- “তোমরা উভয়ে যা ইচ্ছা খাও, পান করো, তবে এই গাছটিকে আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ করলাম । এই গাছের কাছে যাবে না এবং এর ফল খাবে না”। (বাকারা: ৩৫)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এটাই হচ্ছে মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম সিয়াম সাধনা।

* হযরত মুসা আ. তূর পাহাড়ে যাওয়ার পর তাওরাত ও ওহী প্রদানের জন্য ত্রিশদিন সিয়াম পূর্ণ করার পর আল্লাহ তায়ালা আরো দশ দিন রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। এগুলো প্রথমে ফরয ছিলো না বরং ত্রিশ দিনের উপর বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। এ কারণে মুসা আ. এর সিয়াম চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়েছিলো।

* হযরত ঈসা আ.-এর সিয়ামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনিও হযরত মুসা আ. এর ন্যায় চল্লিশ দিন সিয়াম রাখতেন। এ কারণে খৃষ্টধর্মের অর্থ ডিক্স (প্রাচীণ খৃষ্টধর্মকে আকঁড়ে

ধরে আদেল বলে দাবী করে) এখনও পর্যন্ত চল্লিশ দিন সিয়াম রাখে।

* হযরত ইদ্রিস আ. এর ব্যাপারে ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি পুরো জীবন সিয়াম রেখেছিলেন।

* হযরত দাউদ আ. এর সিয়াম ছিলো একদিন পর একদিন। তিনি অর্ধ বছর তথা ছয় মাস সিয়াম রাখতেন।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. রাসূল স.এর নিকট এসে বললেন, আমি সারাজীবন সিয়াম রাখতে চাই। রাসূল সা. বলেন, না। তুমি পুরো জীবন সিয়াম পালন করবে না। মাঝে মধ্যে পানাহার করবে। হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিন, আরো বেশী সিয়াম রাখতে চাই। তখন রাসূল সা. বলেন, “হ্যা, যদি তুমি আরো বেশী সিয়াম রাখতে চাও তাহলে সাওমে দাউদী রাখো।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন সাওমে দাউদী কী ? রাসূল সা. বলেন, হযরত দাউদ আ. একদিন সিয়াম রাখতেন, আরেকদিন খাওয়া দাওয়া করতেন। এটা হচ্ছে সাউমে দাউদী। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো সিয়াম হতে পারে না। (বুখারী হা-১৯৭৯)

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় দাউদ আ.-এর সিয়াম সাধনা ছিলো, তিনি একদিন সিয়াম রাখতেন আরেকদিন রাখতেন না।

রাসূল সা. এর সিয়াম

আল্লাহর রাসূল সা. মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম একটি সিয়াম রাখতেন। সেটি আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখের সিয়াম। সহীহ হাদিসে রয়েছে, মদীনার ইহুদীদেরকে সিয়াম রাখতে দেখে রাসূল সা. তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো, হযরত নূহ আ. মহাপ্লাবন থেকে বাঁচার জন্য জাহাজে উঠেছিলেন রজব মাসে আর ওই প্লাবন

শেষ হয়েছিলো মুহাররমের দশ তারিখ আশুরার দিনে। ইরাকের জুদী পাহাড়ের পাদদেশে নোঙ্গর করার পর তারা জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। তখন নূহ আ. তার অনুসারীদের বললেন, তোমরা যারা সিয়াম রেখেছো তা ভাঙ্গবে না। আর যারা এখনও রাখোনি তারা সিয়ামের নিয়ত কর।

মুসা আ. যেদিন ফেরাউন থেকে মুক্তি পেয়েছেন সে দিনটি ছিলো আশুরার দিন। ওই দিন তিনি সিয়াম রেখেছিলেন। ইহুদীরা বললো, এই জন্য এ দিবসে আমরাও সিয়াম রাখি। তখন রাসূল সা. বললেন, হযরত নূহ আ. মুসা আ.-এর অনুসরণ করার জন্য আমিই অগ্রগণ্য। এরপর রাসূল সা. আশুরার সিয়াম রাখলেন, সাহাবায়ে কেরামকেও সিয়াম রাখার আদেশ দিলেন।

আইয়ামে বীজের সিয়াম

ইসলামের প্রথম সিয়াম হচ্ছে, আশুরার সিয়াম। তারপর রাসূল সা. প্রতিমাসে তিনটি সিয়াম রাখতেন। আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে এ দিন গুলোকে (أيام بيض) আইয়ামে বীজ বলা হয়।

রমযানের সিয়াম

মদীনা শরীফে সূরা বাকারার এ আয়াতটি নাযিল হলো- "অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়ে ছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো"। (সূরা বাকারা: ১৮৩-৮৪)

প্রশ্ন হলো, সিয়ামের নির্ধারিত দিন কোনগুলো ?

আল্লাহ তাআলা বলেন- "রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য

বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের সিয়াম পালন করবে”। (সূরা বাকারা-১৮৫)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সিয়ামের নির্ধারিত দিনগুলো হচ্ছে পুরো রমাযান মাস।

সিয়ামের পট পরিবর্তন

আমাদের সিয়াম হচ্ছে, সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পরীক্ষার জন্য সূর্যাস্তের পর ঘুম থেকে পর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদিসে রয়েছে, সিয়ামের একদিন এক কাঠুরে সাহাবী কাঠ কেটে এসে স্ত্রীকে বললো, আমি সিয়াম রেখেছি। ইফতারের সময় হয়েছে, আমাকে ইফতার দাও। স্ত্রী বললো, তুমি অপেক্ষা করো। ঘরে কিছু নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। লোকটি ক্লান্ত শ্রান্ত হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লো। ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী ঘুমিয়ে গেলে পানাহার নিষেধ। পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম বাধ্যতামূলক। লোকটি পরদিন উপবাসে কাতর হয়ে রাসূলের দরবারে তার অসহনীয় ক্ষুধার কথা জানালেন। এ দিকে হযরত উমর রা. এসে রাসূল সা. কে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঘুমিয়ে পড়ার পর স্ত্রী সম্ভোগ করা যায় না। কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমার স্ত্রী সুগন্ধি ব্যবহার করায় আমি ঘুমানোর পর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সম্ভোগ করে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে ফেলেছি। (বুখারী, হা- ১৯১৫)

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন- “হে ইমানদারগণ! তোমাদের দুর্বলতা আল্লাহ বুঝতে পেরেছেন। তোমরা যে নিজেদেরকে কন্ট্রোল করতে পারোনি এটা আল্লাহ জেনেছেন। তোমরা যে গুনাহ করেছো আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমাদেরকে সহজ করে দিয়েছেন। তোমরা সুবহে সাদিক পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী সম্ভোগ করতে পারবে।”(সূরা বাকারাঃ ১৮৭)

সিয়াম মানুষের আত্মকল্যাণের মাধ্যম। পশুর স্তর থেকে ফেরেশ্‌তা পর্যায়ে উন্নীত হওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপকরণ।

শেষ প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা কেনো রমযান মাসে সিয়াম ফরয করলেন?

জবাব, আসলে রমযান মাসের বিশেষ কোনো ফযীলত ছিলো না যে, তাতে সিয়াম ফরয করবেন। তবে রমযান মাস কুরআন নাযিলের কারণে মর্যাদা পেয়েছে। কুরআনের আলো দ্বারাই রমযান আলোকিত। যেমন, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্যের আলোতেই আলোকিত। এ জন্যই রমযান মাসের গুরুত্ব অন্য মাসের তুলনায় অধিক। কুরআন নাযিল হওয়ার রাতও রমাযান মাসের অন্তর্গত। কুরআনের কারণে শবে ক্বদরের মর্যাদা হাজার রাত থেকে বেশি। সবকিছু কুরআন যুক্ত হওয়ার দ্বারাই মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে।

আসুন সকলে কুরআনের মাস তথা রমযানে সিয়াম সাধনা করি। কুরআনের সাথে যুক্ত হই। আল্লাহ তাআলা সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন॥

সংকলক

মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব

প্রথম পাঠ

সিয়ামের অর্থ

রোযা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। হযরত আদম আ.-এর যুগ থেকেই সিয়ামের সূচনা। পরবর্তী সকল নবী রাসূলের ধর্মেই সিয়ামের বিধান ছিলো। যদিও পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন। তাইতো ইহুদী নাসারাও সিয়াম রাখতো। ইউনানী এবং হিন্দু ধর্মেও সিয়ামের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম স্তম্ভই হচ্ছে রোযা। মোটকথা দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মেই সিয়ামের গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

সিয়ামের আভিধানিক অর্থ: বিরত থাকা ।

সিয়ামের পারিভাষিক অর্থ: صيام (সিয়াম) হল সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবাআ: ১/৫১২)

সিয়াম কখন ফরয হয়েছিলো ?

নবুয়ত প্রাপ্তির পর বহুদিন পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুম ছিলো, শুধু প্রতিমা পূজা ত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

তাই রাসূল সা. মক্কায় অবস্থান কালে প্রায় তের বছরের পুরো সময়টিতে শুধু আল্লাহ পাকের উপরোক্ত হুকুম শুনিয়েছেন ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য বিধি-বিধান নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রথমে নামায এবং দ্বিতীয় হিজরীর ১০ই শাবান মদিনা শরীফে রমযানের সিয়াম ফরয করা হয়। (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবাআ : ১/৫১৩)

সিয়ামের ফযীলত

* হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "মানুষের সকল আমলই তার নিজের জন্য। তবে সিয়াম তার ব্যতিক্রম। কেননা সিয়াম হচ্ছে আমার জন্য। আমি তার বিনিময় দেবো। আর সিয়াম হবে (জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য) ঢালস্বরূপ "। (বুখারী শরীফ : ১/২৫৫, হা-১৯০৪)

* অন্য হাদিসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধি হতে উত্তম।" (বুখারী শরীফ : ১/২৫৪, হা-১৯০৪)

* অপর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে, যা দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।" (বুখারী শরীফ : ১/২৫৪, হা-১৮৯৬)

* রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি পূর্ণবিশ্বাস রেখে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রমযানের সিয়াম রাখে, তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়"। (বুখারী শরীফ : ১/২৫৫, হা-২০১৪)

* রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "যখন রমযান মাস শুরু হয় তখন আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।" (বুখারী শরীফ : ১/২৫৫, হা-৩২৭৭)

সাহরী-ইফতারের ফযীলত

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "রোযাদারের আনন্দদায়ক দুটি মুহূর্ত রয়েছে, একটি ইফতারের মুহূর্ত, অন্যটি আল্লাহর দীদার লাভের মুহূর্ত। (বুখারী শরীফ : ১/২৫৪, হা-১৯০৪)

সাহরীর ফযীলত সম্পর্কে নবী কারীম সা. বলেন- "তোমরা সাহরী খাও। কেননা তাতে বরকত রয়েছে। (বুখারী শরীফ: ১/২৫৭)

রাসূল সা. আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে উক্ত রোযাদারের (রোযার) সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। (ইবনে মাযাহ শরীফ: ১/১২৫, হা-১৯২৩)

সিয়াম ফরয হওয়া ও চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে

কয়েকটি জরুরী মাসআলা:

এক. সিয়াম কার উপর ফরয ?

প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বালেগ মুসলমানের উপর সিয়াম ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই রমযান মাস পাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম রাখে"। (সুরা বাকারা : ১৮৫)

আর মাহে রমযান আরম্ভ হয় শাবানের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পরদিন থেকে; নতুবা শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হলে পরদিন থেকে সিয়াম রাখা ফরয।

* রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখিও না। আর চাঁদ না দেখিয়া ঈদ পালন করিও না"। (মুয়াত্বা মালেক: ১/২৮৬)
* আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তোমরা রমযানের চাঁদ না দেখতে পারলে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে। (মুসান্নাফ আ. রায্যাক হাদিস নং ৭৩০১)

দুই: চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় কীভাবে?

শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হলে চাঁদ দেখা ছাড়াই পরদিন সিয়াম পালন করবে। কিন্তু ২৯ দিন হলে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখতে হবে। এর দু' অবস্থা:

ক. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে চাঁদ দেখা দুষ্কর। শরীয়ত এক্ষেত্রে সিয়াম শুরু হওয়ার জন্য একজন দ্বীনদার ব্যক্তির চাঁদ দেখাই যথেষ্ট মনে করে। আবু দাউদ শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন- একজন মরুবাসী রাসূল স.-এর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে রাসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, অবশ্যই। এরপর রাসূল সা. সকলকে তার চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ : ২৩৪০, নাসায়ী: ২১১১)

খ. আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তখন শুধু একজনের খবর যথেষ্ট নয়; বরং বহু লোক সাক্ষ্য দিতে হবে, যাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ পরিষ্কার আকাশে অনেকেরই চাঁদ দেখার কথা ছিল, কেউ সাক্ষ্য দেয় নি । তাই এ অবস্থায় শুধু দু-একজনের খবরের উপর নির্ভর করা যায় না। (রদ্দুল মুহতার : ৩/৩৮৮)

তিন:

রাসূল সা. রমযান ছাড়া অন্য মাসের তুলনায় শাবান মাসে বেশী বেশী সিয়াম রাখতেন। এটা রমযানের পূর্বপ্রস্তুতি ধরা যায়। তবে রাসূল সা. তার উম্মতকে শাবানের ২৯ এবং ৩০ তারিখে সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি আগে থেকেই বিশেষ দিবসে নফল সিয়াম রেখে অভ্যস্ত তার জন্য শাবানের ২৯ ও ৩০ তারিখেও তা বৈধ আছে। (বুখারী: ১/২৫৬, হা-১৯১৪)

তবে শাবানের ৩০ তারিখে রমযান হওয়ার সন্দেহে সিয়াম রাখা সকলের জন্য অবৈধ।

রোযার নিয়ত প্রসঙ্গ

এক.

রোযার নিয়ত ফরয। নিয়ত অন্তরের সংকল্প মাত্র। সিয়ামের নিয়ত বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে দেয়া আছে। এগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়; তাই আরবীতে নিয়ত পড়তেই হবে, না পড়লে সিয়াম হবেনা এ ধারণা মারাত্মক ভুল। নিজ ভাষায় মনে মনে বলবে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের সিয়াম রাখছি। মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই।

রাসূল সা. বলেন- "সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। (বুখারী:১/২, হা-০১)

দুইঃ

পুরো রমযানের জন্য একত্রে একবার নিয়ত করা যথেষ্ট নয়; বরং প্রত্যেক সিয়ামের নিয়ত পৃথকভাবে করা জরুরী। কারণ, প্রতিটি রোযাই স্বতন্ত্র আমল। সিয়ামের নিয়ত রাতেই করা উচিত। রাতে করতে না পারলে কমপক্ষে দিনে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বেই করা আবশ্যক। অন্যথায় সিয়াম সহীহ হবেনা। হাদিসে আছে , দিনের প্রথম দিকে রাসূল সা. এক সাহাবীকে ঘোষণা করতে বললেন, যেসব লোক সকাল থেকে কিছু খায়নি তারা যেন আশুরার সিয়াম রাখে। আর যারা কিছু খেয়ে ফেলেছে,তারা দিনের বাকি অংশে পানাহার থেকে বিরত থাকে। কারণ, আজকের দিবসটি আশুরার দিবস। (বুখারী: হা- ২০০৭)

তিন:

প্রতিটি সিয়ামের নিয়ত আগের দিন সূর্যাস্তের পর থেকে করা জায়েয, এর পূর্বে করলে সে নিয়ত ধর্তব্য নয়। আর সূর্যাস্তের পর সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অবকাশ আছে। এতে নিয়তের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "রমযানের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে"। (বাকারা: ১৮৭)

সাহ্রী ইফতার প্রসঙ্গে

এক.

ইফতার করা সুন্নাত। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই অবিলম্বে ইফতার করা মুস্তাহাব।

রাসূল সা. বলেন- "যতদিন মানুষ বিলম্ব না করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে"। (বুখারী: ১/২৬৩, হা-১৯৫৭)

রাসূল সা. মাগরিবের নামাযের পূর্বেই ইফতার করতেন। যাতে মুস্তাহাবের উপর আমল হয়। অনেককে দেখা যায়, অতিরিক্ত তাকওয়া মনে করে মাগরিবের নামাযের পর ইফতার করেন। এটা মারাত্মক ভুল ও সুন্নাত পরিপন্থী।

দুই:

রাসূল সা. তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তাও পাওয়া না গেলে পানি পান করে ইফতার করতেন। এটাই নবী সা. এর আদর্শ। এর উপর আমল মুস্তাহাব। অথচ অনেককে দেখা যায়, খেজুর ও পানি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য খাবার দ্বারা ইফতার শুরু করেন, এটা অনুত্তম।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "যার কাছে খেজুর আছে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। খেজুর সংগ্রহে না থাকলে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা, পানি হলো পবিত্র"। (তিরমিযীঃ হাঃ ৬৯৪,দারুল হাদীস)

তিনঃ

সাহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত ও বরকতের কারণ। যারা সাহরী খায় তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। ফেরেশ্‌তারাও দু'আ করেন। পেট ভরে খাওয়া জরুরী নয়। সুন্নাতের নিয়তে এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সাওয়াব পাওয়া যায়।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "তোমরা সাহরী খাও। কেননা, সাহরীতে রয়েছে অপরিসীম বরকত"। (মুসলিম : ১/৩৫০,হা-১০৯৫,দারুল হাদীস)

চার.

সুবহে সাদিকের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে এতো বেশী বিলম্ব করা ঠিক নয় যে, সুবহে সাদিক হওয়ার আশঙ্কা হয়। এমন করা অনুত্তম বা মাকরুহ।

পাঁচঃ

ইফতারের সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দু'আ কবুল হওয়ার সময়। এ সময় খুব মনযোগী হয়ে বিনিষ্টচিত্তে দুয়ায় মগ্ন থাকা চাই। একাকী দুয়া করা ভালো, সুন্নাত বা জরুরী মনে না করার শর্তে সম্মিলিত দুয়া করতেও কোনো সমস্যা নেই।

রাসূল সা. ইফতারের সময় এ দুআ পড়তেন।

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই সিয়াম রেখেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি। (আবু দাউদ: হা: ২৩৫৮)

ইফতারের পর রাসূল সা. নিম্নোক্ত দুয়াটি পড়তেন। তাই সবার তা পড়া প্রয়োজন।

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থাৎ পিপাসা দূর হলো, শিরা উপশিরা সতেজ হলো, সিয়ামের সাওয়াবও লিপিবদ্ধ হবে, ইনশাআল্লাহ। (আবু দাউদ:হা: ২৩৫৭)

যে সব কারণে সিয়াম নষ্ট হয় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

- সূর্য ডুবে গেছে ধারণা করে ইফতার করার পর আবার সূর্য দেখা গেলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে- (আল হিদায়া : ১/২২৫)
- স্বপ্নদোষ বা অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়ার পর সিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে ধারণা করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (আদ্দুররুল মুখতার: ৩/৩৭৫)
- নাকে তেল বা ঔষুধ দিলে তা ভিতরে প্রবেশ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে। এ অবস্থায় শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা নয়। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : ২/১৫৮)
- হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটালে সিয়াম ভঙ্গ হবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (আদ্দুররুল মুখতার: ২/৩৯৯)
- নাক থেকে রক্ত বের হয়ে পেটে চলে গেলে কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্ফারা নয়। (আহসানুল ফতোয়া : ৪/৪২৮)

- লোহা, পাথরজাতীয় বস্তু যা সাধারণত আহারযোগ্য নয় এবং কোনো উপকারেও আসেনা তা গিলে ফেললে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (তাবয়ীনুল হাকায়েক-৩/১৭৫,হিন্দিয়া-১/২০৩)

- অযু ও গোসলের সময় সিয়াম স্মরণ থাকাবস্থায় কুলি বা নাকে পানি দেয়ার সময় পানি গলার ভেতরে চলে গেলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। এতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (হিন্দিয়া-১/২০২)

  রাসূল সা. ইরশাদ করেন- “ভালোভাবে নাকে পানি দাও। তবে সিয়াম রাখাবস্থায় নয়। (তিরমিযীঃ ৭৮৮) তাই নাকে মুখে পানি দিতে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

- যদি কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করে, তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (হিন্দিয়া : ১/২০২)

- রোযাবস্থায় কেউ বেহুশ হয়ে গেলে যেদিন বেহুশ হয়েছে সেদিন ছাড়া বাকি যতদিন বেহুশ ছিলো ততদিনের সিয়াম কাযা করতে হবে। তবে যদি বেহুশ হওয়ার দিন সিয়াম না রাখে। অথবা খাবার জাতীয় কিছু গলায় প্রবেশ করে, তাহলে সে দিনের সিয়ামের কাযা করতে হবে। (মাসায়েলে সিয়াম : ৭৩)

- দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে যদি থুথুর সাথে গলার ভেতর চলে যায় এবং রক্তের পরিমাণ থুথুর সমান বা বেশী হয়,তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।এ অবস্থায় শুধু কাযা করা জরুরী। (বাহরুর রায়েকঃ ২/২৭৩)

- মুখ ভরে বমি চলে আসলে তা ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। যদিও গিলে ফেলার পরিমাণ কম হয়। এক্ষেত্রে উক্ত সিয়াম কাযা করতে হবে। (শামীঃ ২/৪১৪)

- রোযাবস্থায় মহিলাদের হায়েয বা নিফাস আরম্ভ হলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। পরে তা অবশ্যই কাযা করতে হবে। (বুখারী:১/৪৪, হা-১৯১৫)
- শরীরের যে কোনো ক্ষত জায়গায় ঔষধ লাগালে তা যদি পেটের ভেতর প্রবেশ করে, তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে শুধু কাযা করতে হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগিরীঃ ১/২০৪)
- মলদ্বারের ভিতরে ঔষধ বা পানি ইত্যাদি প্রবেশ করলে সিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করতে হয়। (আলমগিরীঃ ১/২০৪)
- সুবহে সাদিকের পর সাহ্‌রীর সময় বাকি আছে মনে করে কেউ পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে সিয়াম ভেঙ্গে যায়। এতে শুধু কাযা করতে হয়। যারা বলে সুবহে সাদিকের পরও বা আযানের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাড়াহুড়ো করে কিছু খেতে পারে এতে সিয়াম নষ্ট হয়না, তাদের উক্তি কুরআন হাদিস বিরোধী। (আলবাহরুর রায়েকঃ ২/২৯১ঃ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাঃ ৬/১৪০)
- অনিচ্ছাকৃত মুখভরে বমি করলেও সিয়াম ভাঙ্গে না; তবে ভেঙ্গে গেছে মনে করে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে কাযা করতে হবে, কাফ্‌ফারা নয়। তেমনিভাবে সিয়াম অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করলে সিয়াম নষ্ট হয় না; কিন্তু সিয়াম ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং এতে কাযা করতে হবে। (আলবাহরুর রায়েকঃ ২/২৯১]

যে সব কারণে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি কোনো ওযর অথবা রোগ ব্যতীত রমযানের সিয়াম ছেড়ে দিলো। সে পুরো জীবন সিয়াম রাখলেও রমযানের সিয়ামের সমমান হবে না। (মিশকাত শরীফ : ১/১৭৭)

রাসূল সা. এর উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা এ নয় যে, রমযানের সিয়ামের কাযা নেই; বরং ব্যাখ্যা হলো- রমযানের সিয়াম রাখার যে পুরষ্কার, সম্মান এবং সাওয়াব পাওয়া যায় তা রমযান ছাড়া আর কখনো পাওয়া যাবে না।

যে সব কারণে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। এমন কারণ মৌলিকভাবে দু'টি যথা:

১. সিয়াম রেখে শরয়ী ওযর ব্যতীত খাদ্য অথবা খাদ্য জাতীয় কোনো জিনিস (যার প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ থাকে এবং খাবারের চাহিদাও পূরণ হয়) ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব ।(কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ:১/৫৩০)

২. রোযাবস্থায় যদি ইচ্ছাকৃত যৌন চাহিদা পূরণ করা হয়। তাহলে কাযা, কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব। (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ:১/৫৩০)

সুতরাং রমযানে সিয়াম রেখে দিনে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী সহবাস করলে (বীর্যপাত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়) স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব।

প্রমাণ- এক দীর্ঘ হাদিসে এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল সা. এর নিকট এসে বললেন, হুজুর! আমি রোযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল সা. তাকে কাফ্ফারা আদায়ের নির্দেশ দিলেন। (বুখারী: হা: ১৯৩৬)

অপর বর্ণনায় হযরত কা'ব রা. বলেন, রাসূল সা. তাকে কাযার সাথে কাফ্ফারা আদায় করার আদেশ দেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক:হা: ৭৪৬১)

উল্লেখ্য, অনেকে মনে করেন "রোযাবস্থায় ইচ্ছাকৃত স্ত্রী সহবাস দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়; কিন্তু রোযাবস্থায় ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে

কাফ্ফারা দেয়া লাগে না"। এমন ধারণা মারাত্মক ভুল। কেননা,এ ব্যাপারে ইমাম দারাকুতনী রহ. তার সুনান কিতাবে বর্ণনা করেন যে, এক লোক রমযানে সিয়াম রেখে ইচ্ছাকৃত পানাহার করে ফেলে, তখন রাসূল সা. তাকে আদেশ করলেন, একটি গোলাম আযাদ করো বা দুই মাস ধারাবাহিক সিয়াম রাখো কিংবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াও। (সুনানে দারা কুতনী: ২/১৯১)

৩. সিয়াম স্মরণ থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ধুমপান তথা বিড়ি সিগারেট, হুক্কা পান করলে তার বিধানও পানাহার করার মত অর্থাৎ কাযা কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব। (শামী-৩/৩৮৫)

৪. সুবহে সাদিক হয়ে গেছে নিশ্চিত জেনেও আযান শোনা যায়নি বা ভালভাবে ভোরের আলো ছড়ায়নি,এখনো অন্ধকার এ ধরণের ভিত্তিহীন অজুহাতে পানাহার বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলেও কাযা-কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব। (মাআরিফুল কুরআন:১/৪৫৪)

কাফফারার বিবরণ

এক.

সিয়ামের কাফফারা হলো প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে দুই মাস (হিজরী গণনায়) ধারাবাহিকভাবে সিয়াম রাখা। যে ব্যক্তি এভাবে সিয়াম রাখতে সক্ষম নয়, তার জন্য বর্তমানে শরীয়তের বিধান হচ্ছে, প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। (রদ্দুল মুহতার: ৩-৩৯০ যাকারিয়া)

দুই.

কাফ্ফারার সিয়াম আদায়কালীন তার ধারাবাহিকতা রক্ষা না হলে কোনো একটি সিয়াম মাঝখানে ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে সিয়াম শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে পিছনের রোযাগুলো নফল হিসেবে গণ্য

হবে। কাফ্ফারার সিয়াম হিসেবে পরিগণিত হবে না। (রদ্দুল মুখতার: ৩-৩৯০ যাকারিয়া)

তিন.

মহিলাদের মাসিক ঋতুর কারণে ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হলে শরীয়তে তা ওযর হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ এ কারণে পুনরায় নতুন করে সিয়াম রাখার প্রয়োজন নেই। পূর্বের রোযাগুলো কাফফারা স্বরূপ গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় সিয়াম আরম্ভ করতে হবে। একদিনও বিলম্ব হয়ে গেলে ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে না। বিশিষ্ট ফকীহ হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন- "যার উপর কাফফারা হিসাবে দুই মাস ধারাবাহিকভাবে সিয়াম রাখা জরুরী, সে যদি মাঝখানে অসুস্থ হওয়ার কারণে সিয়াম রাখতে না পারে, তাহলে আবার নতুন করে সিয়াম রাখা শুরু করতে হবে।" (কেননা ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেছে) (আল বাহরুর রায়েক: ২/৪৮৫ যাকারিয়া)

উল্লেখ্য, মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণ অসুস্থতা নয়। বিধায় এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

চার.

রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না; বরং যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা ভিন্ন কারণে সিয়াম রাখতেই অক্ষম, শুধু তার জন্য ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর বিধান সীমাবদ্ধ। (আলবাহরুর রায়েক: ২/৪৮৪ যাকারিয়া)

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রমযান মাসে রোযাই রাখেনি। এমন ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব, কাফফারা নয়। তার জন্য পরকালে ভয়ানক ও কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে। শুধু কাযা দ্বারাও তার অপরাধ ক্ষমা হবে না। হ্যাঁ, হালকা হতে পারে।

যে সব কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় না

বহু রোযাদার এমন আছে, যারা সিয়াম রেখে এমন কাজ করে যাতে সিয়াম ভঙ্গ হয় না। অথচ মাসআলা না জানার কারণে সিয়াম ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করে ফেলে,ফলে কাযা ওয়াজিব হয়ে যায়।

তাই সতর্কতার জন্য এমন কিছু বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলো, যার কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়না।

- যদি কোনো ব্যক্তি ভুলবশত পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করে,তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। (কুদুরী-পৃঃ ৫২, রশীদিয়া)
- রোযাবস্থায় সুরমা,তেল এবং আতর ইত্যাদি সুগন্ধি গ্রহণ জায়েয। থুথু (বা শ্লেষ্মা) -এর সাথে সুরমার চিহ্ন দেখা গেলেও কোনো সমস্যা নাই। (কুদুরীঃ ৫২, রশীদিয়া)
- স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্নদোষ হওয়ার পর গোসল না করে সাহরী খেয়ে সিয়াম রাখার কারণে সিয়ামের কোন সমস্যা হয় না। তবে সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকা উত্তম। (মাসায়েলে রোযাঃ ৫৮)
- রোযাবস্থায় অনিচ্ছায় যদি মশা মাছি অথবা ধুলা-বালি বা ধোঁয়া গলায় চলে যায়, এতে সিয়াম নষ্ট হবে না। তবে যদি এগুলোর কোনো একটি স্বেচ্ছায় হয়, তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। (হিন্দিয়াঃ ১/২০৩, শামেলা)
- সুবহে সাদিকের পূর্বে গোসল ফরয হওয়ার পর গোসল না করে সূর্যোদয় পর্যন্ত এমন কি পুরো দিন অতিবাহিত করলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আঃ ১/৫৩৬)

- রোযাবস্থায় গোসল করলে শরীরে যে ঠাণ্ডা অনুভব হয় তাতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী: ১/২০৩)
- কুলি করে কয়েকবার থুথু ফেলে দেয়ার পর অবশিষ্ট আদ্রতা ভেতরে চলে গেলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। (মাসায়েলে রোযা: ৬১, ইলমুল ফিকহ: ৩/৩২)
- দাঁতে আটকে থাকা খাদ্য-দ্রব্য যদি চনাবুটের চেয়ে ছোট হয় এবং তা গিলে ফেলে, তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি চনাবুটের চেয়ে বড় হয় বা ছোট হয় কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললে, সিয়াম ভঙ্গ হবে। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ: ১/৫৩৫)

❖ মুখ থেকে বের হওয়া রক্ত যদি থুথুর তুলনায় কম হয় এবং রক্তের স্বাদ অনুভূত না হয়,তাতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। (ফতোয়ায়ে কাজীখান: ১/১৮৪)

❖ ইঞ্জেকশন নিলে সিয়াম নষ্ট হয় না। তবে বিনা প্রয়োজনে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন নিলে সিয়াম মাকরূহ হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৪২২, যাকারিয়া)

❖ অনিচ্ছাকৃত মুখভরে বমি হলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে বমি মুখে চলে আসার পর ইচ্ছাকৃত গিলে নিলে বমি অল্প হলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে। (দুররুল মুখতার: ৩/৩৯২)

চোখ ও কানে ঔষুধ দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্লেষণ

বর্তমান ডাক্তারী গবেষণা মতে কানের পর্দায় কোনো ছিদ্র না থাকায় কানে কোনো কিছু প্রবেশের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। আর চোখ থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি রগ থাকায় এবং চোখে তরল ঔষধ দিলে গলায়

পৌছার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় চোখে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

রোযা অবস্থায় ইনহেলার (Inhaler) ব্যবহারের হুকুম

রোযাবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।তবে যদি রোযাবস্থায় বাধ্য হয়ে কখনো ইনহেলার ব্যবহার করতেই হয়,তাহলে রমযানের পর পর শুধু ঐ দিনের সিয়াম কাযা করতে হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি রোগীর অবস্থা এমন হয় যে, ইনহেলার ব্যবহার ছাড়া থাকতেই পারে না , তাহলে সিয়াম না রেখে ফিদিয়া দিবে। (ফতোয়ায়ে হাক্কানিয়া: ৪/১৭০)

রোযাবস্থায় এনডোসকপি (Endoscopy) করা

দেহের আভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করার জন্য এনডোসকপি করা হয়। এ সময় গলা থেকে নিয়ে পেটের ভিতর পর্যন্ত পাইপ ও মেশিনের যে অংশ প্রবেশ করানো হয়,তাতে যদি অন্য কোনো বস্তু যেমন তেল ইত্যাদি না লাগানো হয়, তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি তেল বা অন্য কোনো পদার্থ লাগানো হয়,তাহলে তা ভিতরে যাওয়ার সাথে সাথে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। (ফতোয়ায়ে শামী: ৩/৩৬৯)

টুথ পাউডার ও পেস্ট ব্যবহার-

রোযাবস্থায় মিসওয়াক করার অনুমতি আছে। যদিও তা তাজা ডালের হোক এবং তার নির্দিষ্ট কোনো স্বাদ থাকুক। তবে আবু ইউসুফ রহ. পানিতে ভিজিয়ে মেসওয়াক করা মাকরূহ বলেছেন। (খুলাসাতুল ফতোয়: ১/২৬৬)

কিন্তু টুথ পাউডার ও পেস্ট এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তাতে অনেক স্বাদ অনুভব হয়। তাছাড়া এটাকে মেসওয়াকও বলা হয় না এবং এর দ্বারা মিসওয়াকের সুন্নাতও পুরোপুরি আদায় হয় না। সুতরাং ভীষণ কোনো প্রয়োজন ছাড়া সিয়াম অবস্থায় এর ব্যবহার মাকরূহ। তবে কোনো রকম ওযর ও অপারগতা হলে ভিন্ন কথা। যেমন ওযরের কারণে কোনো জিনিস চিবিয়ে স্বাদ নেয়ার অনুমতি রয়েছে। (ফাতাওয়া আলমগীরী: ১/১৯৯)

রোযাবস্থায় অক্সিজেন (Oxizen) গ্রহণ করা

রোযা রেখেও কখনো কখনো অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। যদি অক্সিজেনের সাথে কোনো ঔষুধ না থাকে তাহলে সিয়াম নষ্ট হবে না। আর যদি কোনো ঔষুধ মিশ্রিত থাকে তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া উসমানী: ২/১৮০)

ইনসুলিন (Insulin)

ইনসুলিন নিলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ, ইনসুলিন সিয়াম ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য পথ দিয়ে প্রবেশ করে না (আল ইসলাম ওয়া তিববুল হাদীস: ২৮৫)

স্যালাইন (Saline)

রোযাবস্থায় শরীরে স্যালাইন পুশ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় রগে, আর রগ সিয়াম ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও পথ নয়। তবে সিয়ামের দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে স্যালাইন নেয়া মাকরূহ। (আল ইসলাম ওয়া তিব্বুল হাদীস: ২৮৫)

ঢুস (Douche)

ঢুস নিলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। মলদ্বার সিয়াম ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা (আল ইসলাম ওয়া তিব্বুল হাদীস: ২৬০)

এম. আর. (M.R) করা

এম,আর করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। এম,আর হলো (Menstrual Regulation) মাসিক নিয়মিতকরণ।

গর্ভধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুতে 'এম,আর' সিরিঞ্জ (Cannula) ঢুকিয়ে জীবিত কিংবা মৃত ভ্রূণ বের করে নিয়ে আসাকে 'এম,আর' বলে। 'এম,আর'-এর কারণে ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায়। বিধায় এ পদ্ধতিকে Menstrual Regulation সংক্ষেপে 'M.R 'বলে।

উল্লেখ্য, যদিও 'এম,আর' ডাক্তারদের পরিভাষায় গর্ভপাত। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে 'এম,আর' গর্ভপাতের হুকুমে নয়। কেননা 'এম,আর' আট সপ্তাহের ভিতরে হয়। আর এসময়ে সাধারণত বাচ্চার কোনো অঙ্গ, নখ, চুল ইত্যাদি প্রকাশ পায় না। আর কোনো অঙ্গ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ভ্রূণ বেরিয়ে আসলে একে গর্ভপাত বলা হয় না এবং এর পর যে স্রাব হয় একে নিফাসও বলা হয় না।

তথাপিও 'এম,আর' করলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। কেননা 'এম,আর'-এর কারণে যে রক্ত বের হয় একে 'মাসিক' (mens) ধরা হয়। অতএব স্রাব শুরু হওয়ার কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি কোনো মহিলার ইফতারের আগ মুহূর্তে 'এম.আর' শুরু করা হয় ও ইফতারের সময় হওয়ার পর স্রাব শুরু হয়, তাহলে তার ঐ দিনের সিয়াম হয়ে যাবে।

তবে কখনো ৪২ দিন মতান্তরে ৫২ দিনেও কোনো অঙ্গ প্রকাশ হয়ে যায়। যদি কারো ক্ষেত্রে এমন দেখা যায়,তাহলে তা গর্ভপাত হিসাবে ধর্তব্য হবে। তখন এক্ষেত্রে গর্ভপাতের কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী স্রাবও নিফাস হিসাবে গণ্য হবে। (আল ইসলাম ওয়া তিব্বুল হাদীস: ২৫৯)

যে সব কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়না, তবে মাকরুহ হয়

কতগুলো বিষয় এমন আছে যেগুলোর কারণে সিয়াম নষ্ট না হলেও অবশ্যই মাকরুহ হবে। তাই সেগুলো থেকেও বেঁচে থাকা উচিত। নিম্নে সেসব বিষয় বর্ণনা করা হলো।

* স্ত্রীকে চুম্বন করা। (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ: ১/৫৩৯)

* মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা, (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ: ১/৫৩৯)

* রোযাবস্থায় কাউকে রক্ত দেয়া মাকরুহ। যদি রক্ত দেয়ার কারণে রোযাদার দূর্বল হয়ে যায়। (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ: ১/৫৩৯)

* রোযাবস্থায় ঝগড়া-ঝাটি গাল-মন্দ করা মাকরুহ। এমনকি পশু পাখির সাথেও দুর্ব্যবহার করা মাকরূহ। (জাওয়াহিরুল ফিকহ: ১/৩৭৯)

* টুথপেস্ট-টুথপাউডার, মাজন বা কয়লা দিয়ে দাঁত মাজা মাকরুহ, (জাওয়াহিরুল ফিকহ: ১/৩৭৯)

যে সব কাজ মুস্তাহাব

আত্মীয় স্বজন এবং গরিব-মিসকিনদেরকে দান সাদকার মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করা।

ইলমে দীন হাসিল করা, কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা।

দরুদ শরীফ ও যিকির-আযকারে সাধ্যমতে লেগে থাকা এবং এ'তেকাফ করা। (কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ: ১/৫৪৬)

যাদের জন্য সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে

রোযা হচ্ছে ইসলামের অকাট্য ফরয বিধান। ধনী-গরীব নির্বিশেষে আকেল-বালেগ নারী-পুরুষ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে কয়েক শ্রেণীর লোকের জন্য সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে-

ক. মুসাফির

যিনি নিজের অবস্থান থেকে শরয়ী ৪৮ মাইল বা তার অধিক দূরত্বে গমনের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং গন্তব্যস্থানে পনের দিন বা তার অধিক সময় অবস্থানের নিয়ত না করে, এমন ব্যক্তিকে পুনরায় নিজের আবাসস্থলে ফিরে আসা পর্যন্ত মুসাফির বলা হয়।

* শরীয়ত মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় সিয়াম না রাখার অনুমতি দিয়েছে। তবে সফরে অস্বাভাবিক কষ্ট না হলে সিয়াম রাখা উত্তম। সর্বাবস্থায় মুসাফির সিয়াম না রাখলে পরবর্তীতে তা অবশ্যই কাযা করতে হবে, কাফফারার প্রয়োজন নেই।

  হযরত আনাস রা.কে সফর অবস্থায় সিয়াম রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- "যে সিয়াম পালন করবে না সে অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করলো। আর যে সফরে সিয়াম রাখলো সে উত্তম পন্থাই গ্রহণ করলো। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৬/১৩২, হা-৯০৬৭)

* হযরত আনাস রা. বলেন- কেউ সিয়াম রেখে সফরে বের হলে সিয়াম ভাঙ্গতে পারবে না। তবে যদি পিপাসার কারণে জীবননাশের

আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে সিয়াম ভাঙতে পারবে। অবশ্য পরে তা কাযা করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার শামী: ২/৪৩১)

* কোনো মুসাফির সিয়াম না রেখে রমযানে দিনের শেষাংশে আপনাবস্থানে ফিরে আসলে বা মুকিম হয়ে গেলে অথবা কোনো মহিলা দিনের শেষাংশে হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেলে রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে অবশিষ্ট সময় পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরী। তবে এর দ্বারা ওই দিনের সিয়াম আদায় হবে না; বরং অন্যান্য দিনের মত এ দিনেরও কাযা ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে তাতারখানীয়া: ৩/৪২৮। (তিরমিযী: ১/১৫২, হা-৭১৫ দারুল হাদীস)

খ. গর্ভধারিণী

গর্ভবতীকে নিজের বা সন্তানের একান্ত প্রয়োজনে সিয়াম না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে যদি গর্ভধারিণী সিয়াম রাখলে তার বা সন্তানের প্রাণহানী অথবা অঙ্গহানী হওয়ার প্রবল আশঙ্কা কিংবা শরীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, তাহলে এমন গর্ভবতীর জন্য সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে। পরবর্তীতে অবশ্যই কাযা করতে হবে। (আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪২২। তিরমিযী: ১/১৫২, হা-৭১৫ দারুল হাদীস)

গ. দুগ্ধবতী

রোযা রাখার কারণে সন্তানের মৃত্যু বা অঙ্গহানী কিংবা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলে সিয়াম না রাখার অনুমতি রয়েছে। বিশেষ করে যদি সন্তান বাইরের খাবার গ্রহণ না করে বরং মায়ের দুধের উপরই একান্ত নির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে যদি সিয়াম রাখলে সন্তান দুধ না পায়, এক্ষেত্রে সিয়াম না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে পরবর্তীতে অবশ্যই এ সিয়াম কাযা করে নিতে হবে। (তিরমিযী: ১/১৫২, হা-৭১৫ দারুল হাদীস)

ঘ. অসুস্থ ব্যক্তি

যে অসুস্থ ব্যক্তি সিয়াম রাখলে তার রোগ বৃদ্ধি পায় এবং জীবন চলা কষ্টকর হয় অথবা রোগ বৃদ্ধি না হলেও সিয়ামের কারণে রোগ দীর্ঘ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে এমন রোগীর জন্য সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে। তবে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের মতামত এবং বিজ্ঞ মুফতির নিকট থেকে ফতোয়া নিয়েই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। (আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪২২)

ঙ. অতি দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি

যেসব লোক বার্ধক্যজনিত কারণে সিয়াম রাখতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে সিয়াম রাখার আবশ্যকীয়তা রহিত করেছেন। সিয়াম না রেখে প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করার বিধান দিয়েছেন (বাকারা: ১৮৪)

দ্বিতীয় পাঠ

ফিদিয়া কি

কোনো মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো বা তার মূল্য অথবা পৌনে দুই কেজি গম বা তার মূল্য সদকা করার নাম ফিদিয়া।

যে সব লোক বার্ধক্যজনিত কারণে বা অসুস্থতার কারণে সিয়াম রাখার সামর্থ্যই হারিয়ে ফেলেছে এবং পরবর্তীতে কাযা করতে পারারও সম্ভাবনা নেই। শুধু এধরণের লোকই সিয়ামের পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করবে। যেমনটি সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াত এবং হযরত আনাস রা.-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আনাস রা. বার্ধক্যের কারণে সিয়াম রাখতে সক্ষম ছিলেন না, তাই তিনি ফিদিয়া দিতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হা: নং ৭৫৭০, মাকতাবাতুল ইসলাম)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত ইকরিমা রহ. বলেন- আমার মা প্রচণ্ড তৃষ্ণা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাই তার পক্ষে সিয়াম রাখা সম্ভব ছিলো না। আমি তার ব্যাপারে হযরত তাউস থেকে ফতোয়া চাইলে তিনি বলেন, প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুই মুদ তথা পৌনে দুই কেজি পরিমাণ গম দিবে। (মুসান্নাফে আ: রায্যাক নং ৭৫৮১, মাকতাবাতুল ইসলাম)

ফিদিয়া ফরয। প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একটি করে ফিদিয়া দিতে হবে এবং তা রমযানের শুরুতে পুরো মাসের জন্য একসাথেও দিয়ে দিতে পারবে। এক সিয়ামের ফিদিয়া একজন মিসকীনকে দেওয়া উত্তম; তবে একাধিক মিসকীনকে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। (বাহরুর রায়েক: ২/৮৭, শামী: ২/৪২৭, এইচ.এম সাঈদ)

অধিক বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তি বা এমন অসুস্থ যিনি পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে সিয়াম রাখার সম্ভাবনা নেই, শুধু এদের জন্য ফিদইয়ার সুযোগ রয়েছে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু এরা ছাড়া যাদের ব্যাপারে সিয়াম না রাখার অনুমতি আছে যেমন- মুসাফির, গর্ভবতী, দুগ্ধবতী

ইত্যাদি। তারা সিয়ামের পরিবর্তে ফিদিয়া দিলে চলবে না; বরং পরে ওযর মুক্ত হলে অবশ্যই সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে। আর ওযর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কাযা ও ফিদিয়া কিছুই দেয়া লাগবে না।

কোনো মুসাফির মুকীম হওয়ার পর অথবা গর্ভবতী সন্তান প্রসব করে নিফাস বন্ধ হওয়ার পর এবং দুগ্ধবতী দুধপান করানো বন্ধ করার পর যদি কিছু দিন ওযরবিহীন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সিয়ামের কাযা করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাদের জন্য ওযর শেষে যে কয়দিন সময় পেয়েছে শুধু ওই দিনগুলোর সিয়ামের কাযা যিম্মায় আসবে। সিয়ামের কাযা আদায় না হওয়ার কারণে মৃত্যুর পূর্বে তার ফিদিয়া দেয়ার অসিয়ত করা জরুরী। আর যদি ওযর শেষে কাযা করার সময়ই না পায় এবং সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে,তাহলে তাদের উপর ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। রোযাগুলো তাদের যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। (মুসান্নাফে আ: রায্‌যাক- হা: নং ৭০৬৪, মাকতাবাতুল ইসলাম)

বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় ফিদিয়া আদায় না করে অথবা যাদের উপর কাযা করা ওয়াজিব ছিলো তারা জীবদ্দশায় কাযা আদায় না করে, এ উভয় প্রকারের লোকের জন্য মৃত্যুর পূর্বে ফিদিয়া প্রদান করার অসিয়ত করে যাওয়া জরুরী। অসিয়ত করে গেলে মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে সে ফিদিয়া আদায় করা হবে। আর ওয়ারিশদের উপর অসিয়ত বাস্তবায়ন জরুরী। যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করে যায় আর ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেয়, তাতেও ফিদিয়া আদায় হয়ে মৃতব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, অসিয়তবিহীন ফিদিয়া তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করা যাবে না; বরং ওয়ারিশগণ নিজস্ব সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। অথবা সকল ওয়ারিশ বালেগ হলে তাদের সকলেরই সম্মতিক্রমে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে আদায় করা যাবে। (হিন্দিয়া: ১/২৭০)

তৃতীয় পাঠ

ইতিকাফ

ইতিকাফ এর আভিধানিক অর্থ হলো- অবস্থান করা।

পারিভাষিক অর্থ : ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। (হিন্দিয়া:১/২৭৪)

ইতিকাফের ফযিলত

ইতিকাফ মহান একটি ইবাদত। রাসূল সা. ইতিকাফের ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করেছেন। ইমাম যুহরী রহ. বলেন, রাসূল সা. এমন অনেক কাজ করতেন যেগুলো তিনি মাঝে মধ্যে ছেড়েও দিতেন। কিন্তু রাসূল সা. মদীনায় আসার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ ছাড়েননি। দুঃখের বিষয় হলো মানুষ এটার পাবন্দি করে না। ইতিকাফকারী সম্পর্কে রাসূল সা. ইরশাদ করেন- "ইতিকাফকারী গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। তার জন্য পূণ্য অর্জনকারীর সমপরিমাণ পুণ্য লেখা হয়"। (ইবনে মাজাহ: হাদীস নং: ১৭৮১)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- "রমযানের শেষ দশকের ইতিকাফ (সাওয়াবের দিক দিয়ে) দুই হজ ও দুই ওমরার সমান"। (সিরাজুল মানীর: ১/২২০)

ইতিকাফের প্রকারভেদ

ইতিকাফ তিন প্রকার-

১. **ওয়াজিব ইতিকাফ:** যদি কেউ ইতিকাফের মান্নত করে তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর ইতিকাফ ওয়াজিব। চাই মান্নতটি কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক।

২. **সুন্নাত ইতিকাফ:** রমযানের শেষ দশকের ইতিকাফ হলো সুন্নাত ইতিকাফ।

৩. **মুস্তাহাব ইতিকাফ:** ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। চাই তা সুন্নাতের জন্যই হোক ।

প্রথম দুই প্রকারের জন্য সিয়াম শর্ত হলেও মুস্তাহাব ইতিকাফের জন্য সিয়াম শর্ত নয়। (খুলাসাতুল ফতোয়া: ১/২৬৭)

ইতিকাফের শর্ত সমূহ

১. **নিয়ত করা:** নিয়ত ব্যতীত ইতিকাফ সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ ।

২. **মসজিদে ইতিকাফ করা:**যে মসজিদে আযান ও ইকামত হয় সে মসজিদে ইতিকাফ করা যাবে। এটা হলো পুরুষের ক্ষেত্রে। আর মহিলারা ঘরের নামাযের স্থানে ইতিকাফ করবে। তবে মসজিদে ইতিকাফ করলে তা বৈধ হলেও মাকরূহ। যদি ঘরে নামাযের নির্ধারিত স্থান না থাকে, তখন একটি স্থানকে নামাযের জন্য নির্ধারণ করে সেখানে ইতিকাফ করবে। (হিন্দিয়া:১/২৭৬)

৩. **রোযা রাখা:** সিয়াম ওয়াজিব ও সুন্নাত ইতিকাফের জন্য শর্ত। মুস্তাহাব ইতিকাফের জন্য শর্ত নয়। (রদ্দুল মুহতার- ৩/৪৩১)

৪. **মুসলমান হওয়া:** কেননা, কাফের ইবাদতের যোগ্য নয়।

৫. **জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া:** কেননা, পাগল নিয়তের যোগ্য নয়।

৬ **নাজাসাত থেকে পবিত্র হওয়াঃ** কেননা, নাপাকি নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

৭ ইতিকাফ করার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত নয়। (হিন্দিয়াঃ ১/২৭৬)

ইতিকাফ অবস্থায় করণীয়-বর্জনীয়

- ইতিকাফকারী যদি কোনো ওজর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে তার ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। যদিও তা এক মুহূর্তের জন্য হয়। চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে।

  তবে পেশাব পায়খানার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। এর জন্য তার বাড়ীর বাথরুমেও যেতে পারবে। তবে প্রয়োজন মেটার সাথে সাথেই মসজিদে চলে আসতে হবে। (হিন্দিয়াঃ ১/২৭৫)

- জুমার নামায পড়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। ইতিকাফস্থল থেকে এতটুকু পূর্বে বের হবে, যাতে ঐ মসজিদে গিয়ে চার রাকাত সুন্নাতসহ খুতবা শুনতে পারে। জুমার পর চার রাকাত সুন্নাত পরিমাণ সময় সেখানে থাকতে পারবে। যদি সেখানে আরো বেশি সময় অবস্থান করে কিংবা ইতিকাফ পূর্ণ করে তাহলে ইতিকাফ না ভাঙলেও মাকরূহ হবে। (হিন্দিয়াঃ ১/২৭৫-৭৬)

- যদি মসজিদ ভেঙ্গে যায় বা তাকে জোরপূর্বক মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয় অতঃপর সাথে সাথে অন্য মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে তার ইতিকাফ ভাঙবে না এমনিভাবে যদি নিজের কিংবা ধনসম্পদ ধ্বংস হওয়ার ভয়ে বের হয়, তাহলেও ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। (মুহীতে বুরহানী- ৩/২৮০)

- যদি পেশাব পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর কোনো কারণে সামান্য সময়ের জন্য থেমে দাঁড়ায়, তাহলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (খুলাসা: ১/২৬৮)
- যদি জানাযার নামাযের জন্য কিংবা ডুবন্ত, ঝুলন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য মসজিদ থেকে বের হয় তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় মানুষের জান বাঁচানো অগ্রগণ্য।
- অসুস্থতার কারণে বের হলেও ইতিকাফ বিনষ্ট হয়ে যাবে। (হিন্দিয়া: ১/২৭৬)
- স্ত্রী সহবাস করলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। চাই সহবাস দিনে হোক বা রাতে, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে, বীর্যপাত হোক বা না হোক। (বাদায়ে: ৩/২৫)
- চিন্তা-ফিকিরের কারণে বা দেখার কারণে বীর্যপাত হলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না। তখন মসজিদে গোসল করা সম্ভব হলে মসজিদেই গোসল করবে। অন্যথায় বাহিরে গোসল করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। (হিন্দিয়া: ১/২৭৬)
- ইতিকাফকারী বেহুশ কিংবা পাগল হওয়ায় রোজার নিয়ত না করতে পারার কারণে সে দিনের রোজা আদায় না হওয়ায় এদিনের ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে এবং পরবর্তীতে শুধু এদিনের ইতিকাফেরই কাযা করতে হবে [শামী:৩-৪৪৩ যাকারিয়া, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ:৫-২২৫, ইমদাদুল ফতোয়া: ২-১৮৪]
- ইতিকাফকারী নিজে খানা আনার জন্য যেতে পারবে না। গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে পৌঁছে দেয়ার মতো লোকের ব্যবস্থা না থাকলে বাড়ি বা হোটেল থেকে খানা এনে খেতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে বিলম্ব করবে না। [বাহরুর রায়েক:২/৫৩০যাকারিয়]

- ইতিকাফকারী ইতিকাফের কথা ভুলে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (শামী:৩-৪৩৭যাকারিয়া)
- ইচ্ছাকৃত সিয়াম ভাঙলে ইতিকাফও ভেঙ্গে যাবে। [শামী: ৩-৪৩১ যাকারিয়া]
- ইতিকাফরত অবস্থায় পেপার-পত্রিকা পড়া ঠিক নয়। কেননা, এগুলো ছবিযুক্ত হয়ে থাকে। [মাহমুদিয়া: ২২-৩৬৫যাকারিয়া]
- ইতিকাফ অবস্থায় বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা সবধরনের নেশা ছেড়ে দিবে। একান্তই অক্ষম হলে পেশাব-পায়খানার সময় ধুমপানের কাজ সেরে নিবে। শুধু ধুমপানের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। মসজিদের ভিতরও ধুমপান করা যাবে না। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া: ৩৭৮, ইদারায়ে ইসলামিয়া)
- ইতিকাফ অবস্থায় ডাক্তার রোগী দেখতে পারবে। (দারুল উলুম: ৬/৩১০)
- হারাম শরীফে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে বাসায় গিয়ে ফরয গোসল করলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয় না।
- ইতিকাফের জন্য মসজিদের কোণে পর্দা দেয়া বা ঘেরাও করা মুস্তাহাব। তবে মসজিদের চাদর দিয়ে পর্দা বা ঘেরাও করা জায়েয নেই। পর্দার জন্য নিজস্ব চাদর ব্যবহার করতে হবে। (রহিমিয়া:৭/২৭৯ যাকারিয়া)
- মসজিদের কানুন মোতাবেক যতক্ষণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিয়ম আছে ততক্ষণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা জায়েয। এরপর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে না। তথাপিও সতর্কতামূলক অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ইতিকাফকারী দিয়ে দিবে, যাতে তার জিম্মায় মসজিদের কোনো হক থেকে না যায়। (রহিমিয়া: ৭/২৭৯ যাকারিয়া, মাহমুদিয়া: ১৫-৩২৪ যাকারিয়া)

- মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা ও দুনিয়াবী কাজ কর্মের জন্য একত্রিত হওয়া মাকরুহ ও গুনাহ। তবে মসজিদে থেকে মোবাইলে ভালোমন্দ কথা বলা, জিজ্ঞেস করা অথবা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা দোষণীয় নয়। (আপকে মাসায়েল: ৪/৬৩১)
- ইতিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদের কারেন্টে মোবাইল চার্জ করতে পারবে। তবে সতর্কতামূলক যে কারেন্ট বিল আসতে পারে, তা অনুমান করে মসজিদ ফান্ডে দিয়ে দেবে। [মাহমুদিয়া: ২২-২১১ যাকারিয়া]
- আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (রহিমিয়া: ৭-২৮৪ যাকারিয়া)

ইতিকাফের কাযা

ইতিকাফ যদি মান্নত করার কারণে ওয়াজিব হয় এবং মান্নতটি কোনো নির্দিষ্ট মাসের হয়, তাহলে শুধু যতদিন ইতিকাফ ছুটে গেছে ততদিনের ইতিকাফ কাযা করবে। আর যদি মান্নতটা কোনো অনির্দিষ্ট মাসের হয়, তাহলে পুনরায় পুরো মাসের ইতিকাফ কাযা করতে হবে। কেননা, অনির্দিষ্টভাবে ইতিকাফের মান্নত করা দ্বারা ধারাবাহিকতার বিষয়টি ওয়াজিব হয়ে গেছে। তাই ধারাবাহিকতা ছুটে যাওয়ার কারণে পুনরায় পুরো মাসের ইতিকাফ কাযা করতে হবে। (বাদায়ে:২/২৮৮)

- সুন্নাত ইতিকাফ ভেঙ্গে গেলে শুধু ভঙ্গ হওয়া দিনের কাযা করলেই চলবে। (ইমদাদুল ফতোয়া: ২/১৮৫)
- নফল ইতিকাফের কাযা নেই। নফল ইতিকাফ ভঙ্গ হওয়ার দ্বারা সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। (শামী: ২/৪৩৪)
- ফরয গোসল ব্যতীত সাধারণ গোসলের জন্য মসজিদের বাহিরে যাওয়া জায়েয নেই। তবে কারো মতে, পেশাব পায়খানার জন্য

বের হয়ে অল্প সময়ে দ্রুত গোসল সেরে নিতে পারবে। (ইনআমুল বারী: ৫/৫৮৮)

- ইতিকাফ অবস্থায় কোনো দর্শনার্থী আসলে তার সাথে কথাবার্তা বলতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ইতিকাফ অবস্থায় অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (ইনআমুল বারী: ৫/৫৯২)
- মুস্তাহাযা,ঋতুগ্রস্ত মহিলা ইতিকাফ করতে পারবে। (ইনআমুল বারী: ৫/৫৯৪)
- ইতিকাফকারী ইতিকাফ অবস্থায় নির্জনে নিজের স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারবে। (ইনআমূল বারী: ৫/৫৯৫)
- কোনো মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করতে পারবে না। এমন করলে স্ত্রীর ইতিকাফ ভঙ্গ করার অধিকার স্বামীর রয়েছে।
- মহিলারা মসজিদে ইতিকাফ না করা উচিত। কিন্তু যদি কোনো মহিলার ঘর মসজিদের সাথে একেবারে মিলিত হয়। তখন মসজিদে এমনভাবে পর্দা দিয়ে ইতিকাফ করতে পারবে যে, তার মসজিদ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন না হয় এবং সেখানে কোনো পুরুষও না থাকে।
- সুন্নাত ইতিকাফ কাযা করার পদ্ধতি হলো- সে যে রমযানে ইতিকাফ ভঙ্গ করেছে ওই রমযানে তা আদায় করলে রমযানের কোনো একদিন সূর্যাস্ত থেকে পরেরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাযার নিয়তে ইতিকাফ করে নিবে। যদি ওই রমযান শেষ হয়ে যায় কিংবা কোনো কারণে এ রমযানের ইতিকাফ সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোনদিন সিয়াম রেখে একদিন ইতিকাফ করে নিবে। (ইনআমুল বারী: ৫/৫৯৯)
- বিনিময় দিয়ে ইতিকাফ করানো জায়েয নেই। বিনিময় নিয়ে ইতিকাফ করাও জায়েয নেই। এতে সুন্নাত ইতিকাফের যিম্মা থেকে মহল্লাবাসী মুক্ত হবে না। (ফতোয়া মাহমুদিয়া: ১৫/৩৩৬)

চতুর্থ পাঠ

সদকাতুল ফিতর

ফিতরার সংজ্ঞা : যে ব্যক্তি যাকাত ওয়াজিব হয় পরিমাণ অর্থের মালিক অথবা যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলেও তার কাছে থাকা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য হিসাব করলে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়, তার উপর ঈদের দিন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক। চাই ওই সম্পদ ব্যবসার হোক বা না হোক। উক্ত সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত হোক বা না হোক। শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ফিতরা বলে। (হাশিয়াতুত তাহতাবী: পৃ- ৭২৩)

ফিতরার ফযীলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. ফিতরা আবশ্যক করেছেন। যা রোযাদারের জন্য অহেতুক কথা-বার্তা এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ডের পবিত্রতা স্বরূপ। আর গরীব মিসকীনদের আহার স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় করলো, সেটা আল্লাহর নিকট গৃহীত সাদকা হিসেবে বিবেচিত হলো। আর যে নামাযের পর আদায় করল সেটা অন্যান্য সাদকার মতোই হলো। (সুনানে ইবনে মাজাহ :খ:২ পৃ: ১৪৪, হা-১৮২৭, দারুল হাদীস)

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ

গম দ্বারা ফিতরা আদায় করলে তার পরিমাণ কী হবে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে কিছুটা মতবিরোধ পাওয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র.এর মত হলো, গম দ্বারা আদায় করলে এক সা গম দিয়ে ফিতরা আদায় করতে হবে।

হানাফীদের মত হলো, আধা সা গম দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে। যার পরিমাণ হলো পৌনে দু'সের। আর যদি ফিতরা জব দ্বারা আদায় করতে হয়, তাহলে এক সা জব আদায় করতে হবে। যার পরিমাণ সাড়ে তিন সের। (ইনআমুল বারী : ৫/১৭৩, আবু দাউদ: হা. ১৬১৪, তিরমীযি: হা. ২৭৫)

সদকতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, ফরজ নয়। ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত : **এক:** মুসলমান হওয়া। **দুই:** স্বাধীন হওয়া। **তিন:** ধনী হওয়া। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া। মৌলিক প্রয়োজন এবং ঋণ মুক্ত হওয়া। আর এ পরিমাণ অর্থের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া বা ব্যবসার মাল হওয়া শর্ত নয়। (বাদায়েউস সানায়ে : ২/৫৫৮/৫৫৯)

আর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়ষ্ক হওয়া এবং জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয়। তাই বিত্তবান পাগল এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এ ফিতরা তাদের অভিভাবকরা আদায় করবে। তারা যদি আদায় না করে তাহলে পাগলের পাগলামী দূর হওয়ার পর এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বয়সপ্রাপ্তির পর সে ফেতরা আদায় করতে পারবে। (বাদায়েউস সানায়ে : ২/৫৫৮-২৫৫৯)

কার পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা আবশ্যক

১. নিজের পক্ষ হতে।

২. নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ হতে।

৩. নিজের গোলাম-বান্দীর পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করা আবশ্যক চাই তারা অমুসলিম হোক।

স্ত্রীর ফিতরা কে আদায় করবে ?

স্ত্রী বিত্তবান হলে তার নিজ সম্পদ হতে ফিতরা আদায় করতে হবে। চাই বালেগা হোক বা নাবালেগা। আর যদি বিত্তবান না হয় এবং সে বালেগা হয়, তাহলে কেউ তার জিম্মাদার নয়। আর যদি নাবালেগা হয় এবং স্বামীর বাড়ী না গিয়ে থাকে, তাহলে তার জিম্মাদার পিতা। আর যদি স্বামীর ঘরে থাকে তাহলে পিতা তার জিম্মাদার নয়। (মাসায়েলে রাফায়াত কাসেমীঃ ৫/১৪৪)

কারা ফিতরা গ্রহণ করতে পারবে এবং কারা গ্রহণ করতে পারবে না

যারা যাকাত ভোগ করতে পারে তারা সাদাকাতুল ফিতরও ভোগ করতে পারবে। আর যারা যাকাত ভোগ করতে পারে না, তারা সাদাকাতুল ফিতরও ভোগ করতে পারবে না। (রাফাআত কাসেমীঃ ৩/১৪০)

সদকতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময়

সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়, ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদিত হওয়া থেকে। তাই যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে মারা গেছে বা গরীব হয়ে গেছে, তার উপর ফিতরা ওয়াজিব নয়। আর যদি ফজর উদিত হওয়ার পর মারা যায় বা গরীব হয়ে যায়, তাহলে তার উপর ফিতরার আবশ্যকিয়তা বহাল থাকবে। অনুরূপভাবে যদি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় অথবা কেউ মুসলমান হয়, তাহলে তার উপরও ফিতরা আবশ্যক। আর যদি ফজর উদিত হওয়ার পরে হয় তাহলে ফিতরা আবশ্যক নয়। (বাদায়েউস সানায়েঃ ২/৫৭০)

রমযানের পূর্বে ফিতরা আদায় করা যাবে কি না ?

রমযান মাসের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে কি না, তা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও গ্রহণযোগ্য মতানুসারে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে এমনটি করা সতর্কতা পরিপন্থী। (ফতোয়ায়ে রহিমিয়্যাহঃ ৭/১৯৮)

ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পর তা মাফ হয় না

ফিতরা আবশ্যক হওয়ার পর, চাই সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাক বা ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে যাক,তা মাফ হবে না। তাই খুব দ্রুত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যাকাতের বিধান ভিন্ন। কারণ মাল ধ্বংস হওয়ার পর তা আদায় করতে হয় না। কেননা, যাকাতের সম্পর্ক মালের সাথে। সুতরাং সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে যাকাতও রহিত হয়ে যায়। [শামী:৩-৩১৪ যাকারিয়া]

প্রবাসীদের ফিতরা আদায় করার নিয়ম

প্রবাসীরা যেখানে অবস্থানরত আছেন, সেখানের বাজারদর হিসাবে ফিতরা নিরুপন করত: দেশে কিংবা সেখানের কোনো গরীবকে ফিতরা আদায় করতে পারবেন। তবে নিজ দেশের গরীবরা বেশি হকদার। (ফতোয়ায়ে রহিমিয়া: ৭/১৯৫)

ফিতরা আদায় করার মুস্তাহাব সময়

ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। কারণ,রাসূল সা. ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিতেন। (মাসায়েলে রাফাআত কাসেমী: ৫/১৫০)